সামুদ্রিক মৎস্য সংক্রান্ত আইন সংহতকরণের উদ্দেশ্যে (An Act to consolidate the law relating to the Marine Fisheries) আনীত

বিল

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ অনুমোদন ও সমর্থন (ratification and confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহ বৈধতা হারাইয়াছে; এবং

যেহেতু সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) এর ধারা ৩ বাতিল ঘোষিত হওয়ায় সামরিক শাসনবলে জারীকৃত উক্ত অধ্যাদেশসমূহ বৈধতা হারাইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত সময়কালের মধ্যে ১৯৮৩ সালের ১৯ জুলাই তারিখে জারীকৃত THE MARINE FISHERIES ORDINANCE, 1983 (Ordinance No. XXXV of 1983) ও উহার বৈধতা হারাইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশ ও উহার অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান বা আদেশবলে কৃত কাজ-কর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ, অথবা প্রণীত, কৃত, গৃহীত বা সূচীত বলিয়া বিবেচিত কাজ-কর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ আইনের শাসন, জনগনের অর্জিত অধিকার সংরক্ষণ এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মের ধারাবাহিকতা বহাল ও অক্ষুন্ন রাখিবার নিমিত্ত, জনস্বার্থে, আইনগতভাবে সংরক্ষণ করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশের অধীন সূচীত কাযধারাসমূহ বা গৃহীত ব্যবস্থা বা কাজ-কর্ম বর্তমানে অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে, জনস্বার্থে, উক্ত কাযধারাসমূহ বা গৃহীত ব্যবস্থা বা কাজ-কর্ম চলমান রাখা আবশ্যক; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশ কার্যকারিতা হারাইবার ফলে সৃষ্ট আইনী শূন্যতা পূরণ করিবার লক্ষ্যে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে মর্মে রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনক ভাবে প্রতীয়মান হওয়ায় এবং সংসদ অধিবেশন না থাকিবার কারণে রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ (১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত অধ্যাদেশসহ অন্যান্য অধ্যাদেশ সমূহকে তফসিলভুক্ত করিয়া ২০১৩ সালের ২ নম্বর অধ্যাদেশ ২১ জানুয়ারী ২০১৩ তারিখে জারী করেন; এবং

যেহেতু সংবিধানের ৯৩ (২) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা পূরণকল্পে সংসদের চলতি অধিবেশনের ২৭ জানুয়ারী ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে উপস্থাপিত হইয়াছে এবং উহার পরবর্তী ৩০ দিন অতিবাহিত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকরতা লোপ পাইবে; এবং

যেহেতু উপরি-বর্ণিত প্রেক্ষাপটে সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) সম্পর্কিত বিষয়ে একটি আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

॥

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

অংশ-১
সূচনা

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন** ।- (১) এই আইন সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

[

২। **সংজ্ঞা।** - বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-
(ক) "কর্তৃত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ এই আইনের ধারা ৩২ এ বর্নিত কর্মকর্তাগণকে ;
(খ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত;
(গ) "পরিচালক" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন নিয়োগকৃত কোন ব্যক্তি বা যে কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উহার পরিচালক বা কোন অংশিদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্য;
(ঘ) ''ফিসারী'' অর্থ এক বা একাধিক মাছের মজুদ যাহা সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে ইউনিট হিসাবে চিহ্নিত করা যায়;

(ঙ) "বাংলাদেশ মৎস্য জলাশয়" অর্থ Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 (১৯৭৪ সালের ২৬ নং আইন), এ সরকার কর্তৃক ঘোষিত রাষ্ট্রীয় জলাশয় (Territorial Waters) ও একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone) এবং অন্য কোন সামুদ্রিক জলাশয়, যাহার উপর সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবস্থাপণা, সংরক্ষণ এবং সামুদ্রিক সম্পদের উন্নয়নের ব্যপারে আইন মোতাবেক রাষ্ট্রের অধিক্ষেত্র আছে বা আছে বলিয়া দাবী করা হয়।
(চ) "বিদেশী মৎস্য শিকারের নৌযান" অর্থ স্থানীয় মৎস্য শিকারের নৌযান ব্যতীত অন্য কোন মৎস্য শিকারের নৌযান;
(চ) ''ব্যক্তি'' অর্থে যে কোন ব্যক্তি এবং কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী, অংশিদারী কারবার, ফার্ম বা কোন সংস্থা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
(জ) "মৎস্য" অর্থ যে কোন জলজ প্রাণী, পুকুরের হউক বা না হউক এবং যে কোন শক্ত খোলস যুক্ত মাছ জাতীয় প্রাণী, সামুদ্রিক কচ্ছপ বা জলজ সত্মন্যপায়ী প্রাণী এবং এই গুলির বাচ্চা, পোনা, ডিম এবং স্পন ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(ঝ) "মৎস্য শিকারের নৌযান" অর্থ মাছ শিকারের জন্য সকল ধরণের বাণিজ্যিক ট্রলার, যান্ত্রিক এবং অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান বা মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বা গুদামজাতকরণের জন্য ব্যবহৃত নৌযান এবং শিকার অভিযানে সহযোগী এবং সহায়ক হিসাবে ব্যবহৃত নৌযানও ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(ঞ)"লাইসেন্স" অর্থ এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী ইস্যুকৃত লাইসেন্স;

(ট) "সরকার" অর্থ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়;

(ঠ) "স্কীপার" অর্থ মৎস্য শিকারের নৌযান সম্পর্কিত কোন নৌযানের কর্তৃত্ব বা দায়িত্বভার যাহার উপর সেই সময়ের জন্য অর্পিত হয়।

(ড)"স্থানীয় মৎস্য শিকারের নৌযান" অর্থ কোন মৎস্য শিকারের নৌযান, -

(১) এক বা একাধিক বাংলাদেশের নাগরিকের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন, অথবা

(২) সরকার বা বাংলাদেশের আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশনের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন নৌযান,

৩। **অযান্ত্রিক স্থানীয় মৎস্য শিকারের নৌযান এবং সীমিত অশ্বশক্তি বিশিষ্ট স্থানীয় মৎস্য শিকারের নৌযান** সংক্রান্ত **বিধানাবলী।** - (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, যদি থাকে, কোন স্থানীয় মৎস্য শিকারের নৌযানকে প্রজ্ঞাপনে উলিস্নখিত সময়কালের জন্য অংশ ৩ এর বিধান হইতে রেহাই প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অঞ্চল ঘোষণা করিতে পারিবে, যেখানে শুধুমাত্র অযান্ত্রিক মৎস্য শিকারের নৌযান অথবা সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ পরিবহণ ক্ষমতা সম্পন্ন (টনের হিসেবে) যান্ত্রিক নৌযানকে মৎস্য ধরিবার জন্য নিয়োজিত করা যাইবে অথবা ঐ অঞ্চলে অন্যান্য মৎস্য নৌযান মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

অংশ-২
প্রশাসন

৪। **সরকার পরিচালক এবং অন্যান্য মৎস্য কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারে।** - এই আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধিমালার উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য সরকার একজন পরিচালক এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক মৎস্য কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে।

৫। **ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদির জন্য পরিচালকের দায়িত্ব।** - সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, তদারকি ও উন্নয়ন এবং এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের দায়িত্ব পরিচালকের উপর থাকিবে।

৬। **ক্ষমতা অর্পন।** - (১) সরকারের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ব্যতিত এই আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধিমালায় সরকারকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা, সরকার পরিচালকের নিকট অর্পন করিতে পারিবে।

(২) একইভাবে পরিচালক উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকার কর্তৃক তাঁহার বরাবরে হস্তান্তরিত ক্ষমতা ব্যতিত এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীনে তাহাকে প্রদত্ত সকল বা যে কোন ক্ষমতা ধারা ৪ এর অধীনে সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত মৎস্য কর্মকর্তাদের নিকট অর্পন করিতে পারিবে।

৭। **মৎস্য শিকারের নৌযানের ধরণ, শ্রেণী ও সংখ্যা।** - মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহের প্রয়োজনীয়তা মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মৎস্য জলাশয়সমূহে ব্যবহার করা যাইতে পারে এইরূপ মৎস্য শিকারের নৌযানসমূহের ধরণ, শ্রেণী ও সংখ্যা নির্ধারণ করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন বলবত হওয়ার পূর্বে যে সকল মৎস্য শিকারের নৌযানকে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে সে গুলিতে সরকার অব্যাহতি দিতে পারে।

অংশ-৩
লাইসেন্স সংক্রান্ত সাধারণ বিধানবলী

৮। **পরিচালক কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু।** - বাংলাদেশের মৎস্য জলাশয়ে বা একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরে সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের নিমিত্ত লাইসেন্স ইস্যু করিবার দায়িত্ব পরিচালকের। সকল ধরণের বাণিজ্যিক ট্রলার আমদানি বা স্থানীয়ভাবে তৈরীর অনুমতি এবং স্পেসিফিকেশন সরকার কর্তৃক পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালক মৎস্য শিকারের লাইসেন্স ইস্যু করিতে পারিবেন।

৯। **লাইসেন্সের জন্য আবেদন।** - (১) লাইসেন্সের জন্য অথবা লাইসেন্স নবায়নের জন্য নির্ধারিত ফি প্রদান পূর্বক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

(২) ফি এর পরিমাণ এককালীন নির্ধারণ কিংবা টিম হিসাবে ব্যবহৃত হইলে নৌযানের সাইজ বা ধারণ ক্ষমতা বা অন্য কোন কিছুর ভিত্তিতে ধার্য্য হইতে পারে।

১০। **লাইসেন্সের বৈধতা।** - এই আইন বা তদাধীনে প্রণীত বিধিমালার অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স অনধিক এক বৎসর কাল বৈধ থাকিবে।

১১। নৌযানের মালিকানা ও লাইসেন্স হস্তান্তর, ইত্যাদি। -

(১) বাণিজ্যিক ট্রলারের মালিকানা হস্তান্তরে নৌযান এর স্পেসিফিকেশন অনুমোদনসহ আমদানী বা স্থানীয়ভাবে নির্মানের অনুমতি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে পরিচালকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন লাইসেন্স হস্তান্তর করা যাইবে না।

(২) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের -------মাধ্যমে প্রলার সংগ্রহ ও রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে কোন ক্রমেই লাইসেন্স হস্তান্তর যোগ্য হইবে না।

(৩) প্রথম লাইসেন্সপ্রাপ্ত ট্রলার কমপক্ষে দুই বৎসর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পর লাইসেন্স হস্তান্তর বা বিক্রয় করা যাইবে; তবে ব্যক্তিমালিকানাধীন ট্রলারের মালিকের মৃত্যুতে বা ট্রলারটি দুর্ঘটনা কবলিত হইলে এই শর্ত শিথিলযোগ্য হইবে এবং মালিকের বৈধ উত্তরাধিকারীর নিকট লাইসেন্স হস্তান্তর করা যাইবে।

(৪) ট্রলারের মালিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ট্রলার মালিক, অংশীদার এবং লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিচালকমন্ডলীর সভায় ট্রলার বিক্রয়ের সিদ্ধান্তের কপি, ক্রয়/বিক্রয়ের আইনগত দলিল, ব্যাংক ঋণ, কোম্পানী গঠনের বিষয়ে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস এর প্রত্যায়ন ইত্যাদিসহ কাগজপত্রসহ, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় প্রতিষ্ঠানকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবরে আবেদন করতে হইবে।

(৫)মন্ত্রণালয় হইতে মালিকানা পরিবর্তনের অনুমতিপত্র প্রাপ্তির পর নৌবাণিজ্য দপ্তর রেজিস্ট্রেশন এবং সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন সার্টিফিকেট জারী করিতে পারিবে।

(৬) কোনক্রমেই অস্তিত্ববিহীন কোন ট্রলারের লাইসেন্স অথবা হালনাগাদ লাইসেন্স করা হয় নাই এমন ট্রলারের লাইসেন্স হস্তান্তর বা বিক্রয় করা যাইবে না।

১২। **স্থানীয় মৎস্য শিকারের নৌযানের লাইসেন্সের বৈধতার সমাপ্তিকাল।** - কোন স্থানীয় মৎস্য শিকারী নৌযান কোন সময়ে স্থানীয় মৎস্য শিকারের নৌযান হিসাবে সমাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ উক্ত নৌযান বরাবর ইস্যুকৃত লাইসেন্সের বৈধতাও সমাপ্ত হইবে।

১৩। **যে বিষয়সমূহের জন্য লাইসেন্স বৈধ।** - শুধুমাত্র লাইসেন্সে বর্ণিত মাছের প্রজাতি, মৎস্য ধরিবার যন্ত্রপাতির ধরণ অথবা মৎস্য ধরিবার পদ্ধতি বা এলাকার ব্যাপারে লাইসেন্স বৈধ থাকিবে।

১৪। **ধৃত মৎস্য সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের দায়িত্ব।** - লাইসেন্সধারী ধৃত মৎস্য এবং বিক্রয়ের ব্যাপারে বিসত্মারিত তথ্য নির্ধারিত ফরমে সংরক্ষণ করিবেন এবং উহার অনুলিপি অবশ্যই পরিচালকের নিকট দাখিল করিবেন।

১৫। **মৎস্য শিকারের নৌযান নৌ-চলাচলে বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি করিবে না।** - মৎস্য শিকারের নৌযান এইরূপভাবে পরিচালনা করা যাইবে না যাহাতে নৌ চলাচলের সুবিধাদি অথবা জাহাজ চলাচলের নির্ধারিত নৌপথে জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

১৬। **লাইসেন্স কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে হইবে।** - (১) প্রতিটি লাইসেন্স এই আইন, এবং তদধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং পরিচালক কর্তৃক অন্যভাবে লাইসেন্সে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে হইবে।

(২) পূর্ব বর্ণিত উপ-ধারার সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করিয়া পরিচালক বিশেষত নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন শর্ত কোন লাইসেন্সে সংযোজন করিতে পরিবেন, যথাঃ-

(ক) যে এলাকাজুড়ে এবং যে সময়কালের জন্য মৎস্য শিকার অনুমোদিত;

(খ) যে মৎস্য ধরা বা আহরণ করা যাইবে তাহার প্রজাতি, আকার, লিঙ্গ, বয়স এবং পরিমাণ;

(গ) যে পদ্ধতিতে মৎস্য শিকার বা আহরণ করিতে হইবে;

(ঘ) মৎস্য শিকারের নৌযান কর্তৃক ব্যবহৃত হইতে পারে এইরূপ মৎস্য ধরিবার যন্ত্রপাতির ধরণ, আকার ও পরিমাণ;

(ঙ) স্কীপার কর্তৃক সরকার বরাবরে দাখিল করিতে হইবে এইরূপ পরিসংখ্যান ও অন্যান্য তথ্য তৎসহ মৎস্য ধরা ও মৎস্য ধরার চেষ্টা করা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান এবং নৌযানের অবস্থান সম্পর্কে প্রতিবেদন;

(চ) মৎস্য শিকারের নৌযানের বরাবরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স মৎস্য শিকারের নৌযানে রাখা;

(ছ) মৎস্য শিকারের নৌযান চিহ্নিতকরণ এবং ইহার সনাক্তকরণের জন্য অন্যান্য উপায়;

(জ) বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং উন্নয়নকল্পে পরিচালকের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ও সমীচীন অন্যান্য বিষয়াদি।

(৩) উপধারা (২) এর অধীন কোন লাইসেন্সে আরোপযোগ্য শর্তের অতিরিক্ত হিসাবে সরকার যৌথ উদ্যোগে বিদেশী মৎস্য শিকারের নৌযানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সকল বা কোন শর্ত প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) শুল্ক আনুষ্ঠানিকতা সাপেক্ষে আহরিত মৎস্য পরিদর্শন এবং অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে বিদেশী মৎস্য শিকারের নৌযানের বাংলাদেশের বন্দরসমূহে প্রবেশ;

(খ) বাংলাদেশের মৎস্যজলাশয়ে প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ নির্দিষ্টকরণ;

(গ) স্থানীয় মৎস্যজলাশয়ের নিরাপত্তা রক্ষাকরণ;

(ঘ) লাইসেন্সের মেয়াদকালীন বন্ড ও অন্যান্য সিকিউরিটি ফরম সম্পাদন;

(ঙ) বাংলাদেশের মৎস্য জলাশয়ে অবস্থানকালীন বা প্রবেশের প্রাক্কালে বিদেশী মৎস্য শিকারের নৌযানের অবস্থান সংক্রামত্ম প্রতিবেদন প্রদান;

(চ) বিদেশী দিকনির্দেশ ও মৎস্য শিকারী নৌযানের প্রতি সরকারী জাহাজ অথবা এয়ারক্রাফট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ ও নির্দেশাবলী যাহা অবশ্যই স্কীপার কর্তৃক প্রতিপালিত হইবে;

(ছ) নৌযানের সনাক্তকরণ ও অবস্থান চিহ্নিতকরণের জন্য বিদেশী মৎস্য শিকারের নৌযানে ট্রান্সপন্ডার বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং নৌযান হইতে ইহার অবস্থান স্থির রাখিবার জন্য পর্যাপ্ত নৌ-চলাচল যন্ত্রপাতি স্থাপন ও কার্যোপযোগী অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ;

(জ) বিদেশী মৎস্য শিকারের নৌযানে নির্দিষ্টকৃত যোগাযোগ যন্ত্রপাতি, নৌ-চালনা সংক্রামত্ম চার্ট, নৌ-প্রকাশনা এবং নৌ-চালনা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি বহন;

(ঝ) বিদেশী মৎস্য শিকারের নৌযানে পর্যবেক্ষক নিয়োগ এবং উহার খরচ সরকারকে পরিশোধ করা;

(ঞ) বিদেশী মৎসা শিকারের নৌযান কর্তৃক মৎস্য শিকার পদ্ধতির ব্যাপারে বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মৎস্য সংক্রান্ত প্রযুক্তি বাংলাদেশের নিকট হস্তান্তর;

(ট) মৎস্য নৌযান কর্তৃক মৎস্য গবেষণার উপর নির্ধারিত কর্মসূচী পরিচালনা করা।

অংশ-৪
স্থানীয় সামুদ্রিক মৎস্য শিকার কার্যক্রম

১৭। **স্থানীয় মৎস্য শিকারের নৌযান নিবন্ধিত হইতে হইবে।** - আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নিবন্ধন করা না হইলে কোন স্থানীয় মৎস্য শিকারের নৌযান বরাবরে লাইসেন্স ইস্যু করা হইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারের নিবন্ধন জারীর ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পূর্বানুমতি পত্র থাকিতে হইবে।

১৮। **স্থানীয় মৎস্য শিকারী নৌযানে বৈধ পরিদর্শন সনদপত্র থাকিবে।** - আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন বৈধ পরিদর্শন-সার্টিফিকেট থাকা বাধ্যতামূলক এইরূপ কোন স্থানীয় মৎস্য নৌযান বরাবরে কোন লাইসেন্স ইস্যু করা হইবে না, যদি না উক্ত নৌযান বরাবরে অনুরূপ সার্টিফিকেট ইস্যু করা থাকে।

১৯। **স্থানীয় মৎস্য শিকারের নৌযান বরাবরে লাইসেন্স, ইত্যাদি ইস্যু করিতে অস্বীকৃতির কারণসমূহ।** - পরিচালক লিখিত আদেশ দ্বারা স্থানীয় মৎস্য শিকারের কোন নৌযান বরাবরে লাইসেন্স ইস্যু করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন অথবা একইভাবে কোন স্থানীয় মৎস্য নৌযান বরাবরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল অথবা নবায়ন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন যখন তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে,-

(ক) মৎস্য ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে কোন বিশেষ মৎস্য জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য অনুরূপ করা প্রয়োজন; অথবা

(খ) অন্যভাবে সামুদ্রিক মৎস্য শিল্পের বৃহত্তর স্বার্থে উহা করা প্রয়োজন; অথবা

(গ) যে নৌযান বরাবরে লাইসেন্স ইস্যু করা হইয়াছে, সেই নৌযানকে এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালা অথবা লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে; অথবা

(ঘ) লাইসেন্স এর আবেদনকারী অথবা লাইসেন্স ধারণকারী ব্যক্তি লাইসেন্স ধারণের অযোগ্য।

অংশ-৫
বিদেশী সামুদ্রিক মৎস্য শিকার কার্যক্রম

২০। **বাংলাদেশের মৎস্য জলাশয়ে লাইসেন্স বিহীন কোন বিদেশী মৎস্য শিকারী নৌযানের বাংলাদেশের মৎস্য জলাশয়ে প্রবেশাধিকার নাই।** - কোন বিদেশী মৎস্য শিকারী নৌযান লাইসেন্স ব্যতীত, -

(ক) ধারা ২১ বর্ণিত কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত বাংলাদেশ মৎস্য জলসীমায় প্রবেশ করিতে পারিবে না; অথবা

(খ) বাংলাদেশ মৎস্য জলসীমায়,-

(অ) মাছ ধরা বা ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে না; অথবা

(আ) কোন মাছ নৌযানে উঠানো, নৌযান হইতে খালাস বা স্থানান্তর করা যাইবে না; অথবা

(ই) জ্বালানী সরবরাহ করা বা খালাস করা যাইবে না।

২১। **লাইসেন্স বিহীন বিদেশী মৎস্য শিকারের নৌযানের বাংলাদেশ মৎস্য জলসীমায় প্রবেশ।**- (১) উপধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে কোন বিদেশী মৎস্য শিকারী নৌযান লাইসেন্স ব্যতীত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ মৎস্য জলসীমায় প্রবেশ করিতে পারিবে,-

(ক) জলসীমার বাহিরের কোন স্থানে গমণের উদ্দেশ্যে উক্ত জলসীমার উপর দিয়া অতিক্রম;

(খ) বিপদাপন্ন নৌযান ও উহার নাবিকদের নিরাপত্তার নিমিত্ত আসন্ন বিপদ এড়ানো, অথবা

(গ) বিপদগ্রস্থ লোকজন, নৌযান এবং উড়োজাহাজের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; অথবা

(ঘ) কোন নাবিকের জরুরী চিকিৎসা গ্রহণের জন্য; অথবা

(ঙ)আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত অন্য কোন উদ্দেশ্য।

(২) উপধারা (১) এর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ মৎস্য জলসীমায় প্রবেশকৃত বিদেশী মৎস্য শিকারের নৌযান-

(ক) নির্ধারিতব্য সকল বিধিমালা পালন করিবে; এবং

(খ) যে উদ্দেশ্যে ইহা প্রবেশ করিয়াছে তাহা পূরণ হইবার পর যথা শীঘ্র সম্ভব ইহা বাংলাদেশ-জলসীমার বাহিরে চলিয়া যাইবে।

২২। **বাংলাদেশ মৎস্য জলসীমায় অবৈধভাবে প্রবেশকারী বিদেশী মৎস্য শিকারী নৌযান অর্থদ- ও বাজেয়াপ্তের সম্মুখীন হইবে।** - (১) যদি কোন বিদেশী মৎসা শিকারী নৌযান ধারা ২১ এর উদ্দেশ্য বা লাইসেন্স এর শর্ত ব্যতীত বাংলাদেশের মৎস্য জলসীমায় প্রবেশ করে, তাহা হইলে উক্ত নৌযানের স্কীপার, মালিক এবং ভাড়াকারী ব্যক্তি, যদি থাকে, অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত হইবে এবং অনধিক তিন বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং অনধিক দুই লক্ষ টাকার অর্থ **দন্ডে দন্ডিত** হইবে।

(২) ধারা ২১ এর বিধান মোতাবেক বা লাইসেন্সের শর্ত ব্যতীত বাংলাদেশের মৎস্য জলসীমায় প্রবেশকারী কোন বিদেশী মৎস্য শিকারী নৌযান সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৩। **বিদেশী মৎস্য শিকারী নৌযান নৌ-চলাচল ও শুল্ক আইন, ইত্যাদি পালন করিবে।** - লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিদেশী মৎস্য শিকারের নৌযান অথবা ইহার স্কীপার অথবা নাবিককে নৌ-চলাচল, শুল্ক, কর, ইমিগ্রেশন, স্বাস্থ্য, সমুদ্রোপযোগিতা এবং নিরাপত্তা-সনদ ও অন্যান্য বিষয়াদির উপর আইন ও বিধি বিধান হইতে অব্যাহতি পাইবে না।

২৪। **বিদেশী মৎস্য শিকারের নৌযান বরাবরে লাইসেন্স ইস্যু, ইত্যাদির অস্বীকৃতির কারণ।**- (১) সরকার উপযুক্ত মনে করিলে যে কোন কারণে লিখিত আদেশ দ্বারা কোন বিদেশী মৎস্য শিকারের নৌযান বরাবরে লাইসেন্স ইস্যু করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবে।

(২) সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা বিদেশী মৎস্য শিকারী নৌযান বরাবর ইস্যুকৃত লাইসেন্স স্থগিত, বাতিল অথবা নবায়ন করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে, যদি সরকার সন্তুষ্ট হয় যে,-

(ক) মৎস্য ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন সংক্রামঅ পরিকল্পনা অনুসারে কোন বিশেষ মৎস্য জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য ইহা করা প্রয়োজন; অথবা

(খ) অন্যভাবে সামুদ্রিক মৎস্য শিল্পের বৃহত্তর স্বার্থে ইহা করা প্রয়োজন; অথবা

(গ) যে নৌযান বরাবরে লাইসেন্স ইস্যু করা হইয়াছে সেই নৌযান কর্তৃক এই আইনের বিধান অথবা তদাধীনে প্রণীত বিধিমালা বা লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন করিয়া ব্যবহার করা হইলে; অথবা

(ঘ) লাইসেন্স ধারণকারী ব্যক্তি লাইসেন্স ধারণের অযোগ্য হইলে।

অংশ-৬
আপীল

২৫। **আপীল।** - (১) পরিচালক কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু করিতে অস্বীকৃতির আদেশের কারণে বাংলাদেশের কোন নাগরিক সংক্ষুব্ধ হইলে বা কোন ব্যক্তি তাহার লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিতের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, উক্ত অস্বীকৃতি, বাতিল বা স্থগিত আদেশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত অস্বীকৃতি, বাতিল বা স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) আপীলকারী আপীল দায়েরের উদ্দেশ্যে তাহার পছন্দসই একজন প্রতিনিধি বা আইনজীবী নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন, এবং ধারা ৪ এর অধীন নিয়োজিত মৎস্য কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পরিচালকের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

অংশ-৭
নিষিদ্ধ মৎস্য আহরণ পদ্ধতি

২৬। **বিস্ফোরক, ইত্যাদির ব্যবহার।** - (১) পরিচালক কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি বাংলাদেশে মৎস্য জলাশয়ে, -

(ক) মৎস্য নিধন, হতচেতন, অক্ষম বা মৎস্য ধরা বা অন্য কোন উপায়ে সহজে মাছ ধরিবার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক, বিষ বা অন্য কোন ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার বা ব্যবহার করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করে; অথবা

(খ) দফা 'ক' বর্ণিত যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিস্ফোরক, বিষ অথবা অন্য কোন ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে বিস্ফোরক, বিষ বা অন্য কোন ক্ষতিকর দ্রব্য বহন করে, বা নিজ দখল বা নিয়ন্ত্রণে রাখে; অথবা

(গ) নির্ধারিত নিষিদ্ধ মৎস্য আহরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে বা ব্যবহার করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করে অথবা এই আইনের অধীনে প্রণীত যে কোন বিধি কর্তৃক নিষিদ্ধ মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম নৌযানে বহন করে, বা নিজের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে রাখে; অথবা

(ঘ) এই ধারার বিধান অথবা এই আইনের অধীনে প্রণীত কোন বিধি লঙ্ঘন করতঃ মাছ ধৃত বা আহরণ করা হইয়াছে জানিয়াও বা তাহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত মাছ গ্রহণ করে বা বৈধ কোন কারণ ব্যতীত তাহার দখলে পাওয়া যায়, তাহা হইলে অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে এবং অনধিক এক লাখ টাকা অথবা মাছের মূল্যের পনের গুণ, যাহা বেশী হইবে, অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

(২) কোন নৌযানে উপধারা (১) এ বর্ণিত বিস্ফোরক, বিষ বা অন্য কোন ক্ষতিকর পদার্থ বা মাছ শিকারের সরঞ্জাম পাওয়া গেলে বিপরীত প্রমাণিত না হইলে ধরিয়া লওয়া হইবে ঐ গুলি উক্ত উপধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্যে রাখা হইয়াছে;

২৭। **জালের ছোট ফাঁস ইত্যাদি।** - কোন ব্যক্তি, স্কীপার, মালিক, কোম্পানী বাংলাদেশে মৎস্য জলাশয়ে **(Bangladesh Fisheries Waters)** এইরূপ জাল ব্যবহার করে বা দখলে অথবা নৌযানে রাখে যাহার ফাঁসের আকার ঐ ধরণের জালের জন্য নিষিদ্ধ, অথবা অন্যকোন মাছ ধরার জাল, সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বা দখলে নৌযানে রাখে, যাহা এই আইনের অধীনে প্রণীত কোন বিধি মোতাবেক নিষিদ্ধ, তা হইলে তিনি অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন এবং অনধিক দুই লক্ষ টাকার অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৮ম অংশ
সামুদ্রিক রিজার্ভ

২৮। **সরকার সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (Marine Protected Area)** ঘোষণা করিতে পারে। মৎস্য সম্পদ রক্ষা করে জীব বৈচিত্রের উৎকর্ষ সাধন, মাছের অবাধ বিচরণ ও মজুদ কাঙ্খিত পর্যায় রাখার জন্য - সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশের মৎস্য জলাশয়ের যে কোন এলাকা এবং এইরূপ উপযুক্ত পার্শ্ববর্তী বা চতুর্পার্শ্বের ভূমি **(adjacent or surrounding lands),** দ্বীপ ও প্যারাবন **(Mangrove forest),** মেরিন পার্কে নিম্নরূপ বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন মনে করিলে সেই সব এলাকাতে মৎস্য অভয়ারন্য **(No Fishing Zone)** ,সামুদ্রিক রিজার্ভ অথবা সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবেন-

(ক) এইরূপ এলাকার জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলকে বিশেষ নিরাপত্তা প্রদান এবং জলজ প্রাণীর প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র ও আবাসস্থলের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ বিশেষ করিয়া সেইসব উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের প্রসংগে যাহারা বিলুপ্তির ঝুঁকির মধ্যে রহিয়াছে; অথবা

(খ) যে সব এলাকায় এইরূপ জীব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে সেইসব এলাকায় প্রাকৃতিক জলজ জীবনের ও প্রবাল প্রাচীর **(Coral Reef)** পুণরুৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা; অথবা

(গ) এইরূপ এলাকায় বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা ও গবেষণার উন্নয়ন; অথবা

(ঘ) এইরূপ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ধন এবং সংরক্ষণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরীবিক্ষণ, নিয়ন্ত্রণা ও তদারকি কাযক্রম জোরদার করণ।

(ঙ) পরিকল্পনা প্রণয়নে, পরীবিক্ষন, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কাযক্রম জোরদার করিতে পারিবে।

২৯। **সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকায় মাছ শিকার, ড্রেজিং ইত্যাদি নিষিদ্ধ।** - (১) কোন ব্যক্তি ধারা ২৮ এর অধীন ঘোষিত সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকায় এই ধারার অধীন মঞ্জুরকৃত অনুমতি ব্যতীত-

(ক) মৎস্য শিকার করে বা করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করে; অথবা

(খ) ড্রেজিং করে, বালি ও কাঁকড় আহরণ করে, বর্জ্য বা অন্য কোন দূষিত পদার্থ নিক্ষেপ বা জমা করে অথবা অন্য কোনভাবে মৎস্য বা মৎস্যের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র বা আবাসস্থলের ব্যাঘাত ঘটায়, পরিবর্তন বা ধ্বংস করে; অথবা

(গ) উক্ত সংরক্ষিত অঞ্চলভূক্ত কোন ভূমি বা জলাশয়ে ইমারত বা অন্য কোন স্থাপনা নির্মাণ বা উত্তোলন করে, তাহা হইলে তিনি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন এবং অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) পরিচালক এই ধারায় বর্ণিত নিষিদ্ধ যে কোন কাজ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারেন যদি সংরক্ষিত অঞ্চলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বা ধারা ২৮ এ উল্লিখিত যে কোন উদ্দেশ্যে অনুরূপ কাজ করিবার প্রয়োজন হয়।

৩০। **সরকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুমতি দিতে পারিবে।** - সরকার লিখিতভাবে এবং উহাতে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, যদি থাকে, বাংলাদেশ মৎস্য জলাশয়ের সামুদ্রিক মৎস্য বা অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীজ সম্পদের বিষয়ে গবেষণারত কোন নৌযান বা ব্যক্তিকে এই আইন বা তদাধীনে প্রণীত বিধিমালার সকল বা যে কোন বিধান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

অংশ-৯

কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ক্ষমতা

৩১। **কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।**- (১) সামুদ্রিক মৎস্য পরিদর্শকের পদমর্যাদার নিম্নে নহে মৎস্য অধিদপ্তরের এইরূপ কর্মকতাগণ, পেটি অফিসারের পদমর্যাদার নিম্নে নহে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের এইরূপ সদস্য, যে কোন শুল্ক কর্মকর্তা এবং সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি বা কোন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হইবেন।

(২) সরকার, উপধারা (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা কোন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা প্রকাশ করিবে।

৩২। **কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে কোন মৎস্য শিকারী নৌযানের গতিরোধ, পরীক্ষা, ইত্যাদি ।** - এই আইন বিধান এবং তদধীনে প্রণীত বিধিমালার উদ্দেশ্য ও অবৈধ, অনুউল্লিখিত এবং অ-নিয়ন্ত্রিত (Illegal, Unreported and Unregulated) (IUU) মৎস্য আহরণ প্রয়োগের জন্য কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পরোয়ানা ব্যতীত -

(ক) বাংলাদেশের মৎস্য জলসীমার মধ্যে অবস্থানরত কোন মৎস্য শিকারী নৌযানের গতিরোধ বা আরোহণ করিতে পারিবেন এবং ঐ নৌযানের যন্ত্রপাতি, ফিশিং গিয়ার, জাল, মৎস্য শিকারের সরঞ্জামাদি নাবিক, উক্ত জলযানের ব্যাপারে তদন্ত করিতে পারিবেন, অথবা

(খ) মৎস্য পরিবহনকারী যে কোন যানবাহন থামাইতে এবং তল্লাশী করিতে পারিবেন, অথবা

(গ) এই আইন বা তদধীনে প্রণীত কোন বিধির অধীন আবশ্যকীয় লাইসেন্স বা অপরাপর দলিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনে উহাদের অনুলিপি গ্রহণ করিবার জন্য দাখিল করিতে কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করিতে পারিবেন।

৩৩। **কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকতা পরোয়ানা ব্যতীত আঙ্গিনায় প্রবেশ, নৌযান ইত্যাদি জব্দ করা।** - (১) এই আইনের কোন বিধান বা তদাধীনে প্রণীত কোন বিধিমালা লঙ্ঘনপূর্বক কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে মর্মে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে তিনি পয়োয়ানা ব্যতীত -

(ক) একমাত্র বসত বাড়ী হিসাবে ব্যবহৃত আঙ্গিনা ব্যতীত অন্য যে কোন আঙ্গিনায় প্রবেশ এবং তল্লাশী করিতে পারিবে যদি তাহার বিশ্বাস করিবার যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকে যে, এইরূপ একটি অপরাধ তথায় সংঘটিত হইয়াছে বা উক্ত বিধান লঙ্ঘনপূর্বক ধৃত বা আহরণকৃত মৎস্য তথায় গুদামজাত করা হইয়াছে, অথবা

(খ) ধারা ৩২ এর অধীনে তদন্তকৃত নৌযান বা যানবাহন বা দফা (ক) এর অধীন তল্লাশীকৃত আঙ্গিনায় প্রাপ্ত কোন মৎস্যের নমুনা গ্রহণ করিতে পারিবেন, অথবা

(গ) কোন ব্যক্তি এইরূপ অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে তাহাকে আটক করিতে পারিবেন, অথবা

(ঘ) অপরাধ সংঘটনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বা সে গুলির বিষয়ে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে এইরূপ কোন নৌযান (ইহার আসবাবপত্র, সরঞ্জাম, মালামাল এবং কার্গো) যানবাহন, ফিশিং গিয়ার, জাল বা অন্যান্য মৎস্য শিকারের সরঞ্জামাদি আটক করিতে পারিবেন, অথবা

(ঙ) যে কোন মৎস্য আটক করিতে পারিবেন যাহা কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে ধৃত হইয়াছে বা এই আইন বা তদাধীনে প্রণীত বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়া দখলে রাখা হইয়াছে মর্মে বিশ্বাস করিবার তাঁহার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে, অথবা

(চ) যে কোন বিস্ফোরক দ্রব্য, বিষ বা অন্য কোন ক্ষতিকর পদার্থ আটক করিতে পারিবেন যাহা ধারা ২৬ এর বিধান লঙ্ঘনপূর্বক ব্যবহৃত হইয়াছে বা দখলে রাখা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার সংগত কারণ রহিয়াছে, (২) উপধারা (১) এর অধীনে আটককৃত দ্রব্য বা বস্তুর লিখিত রসিদ দিতে হইবে এবং আটকের কারণসমূহ রসিদে উল্লেখ করিতে হইবে।

৩৪। **নৌযান থামানোর ক্ষমতা।** - এই আইন বা তদাধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলী প্রয়োগের উদ্দেশ্যে একজন কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে কোন নৌযান থামানো প্রয়োজন হইয়া পড়িলে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্তৃত্বধীন থাকা নৌযান বা বিমান হইতে আন্তর্জাতিক সংকেত, কোড বা অন্য

কোন স্বীকৃত পদ্ধতির মাধ্যমে উক্ত নৌযানকে থামাইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া বৈধ হইবে এবং উক্ত নৌযান উহা করিতে ব্যর্থ হইলে উহাকে ধরিবার জন্য এমনকি বাংলাদেশ মৎস্য জলসীমার বাহিরেও অনুসরণ করা যাইবে এবং থামাইবার জনা সতর্কতা স্বরূপ বন্দুকের গুলি ছাড়া যাইবে এবং উক্ত রূপ করা সত্ত্বেও উক্ত নৌযান থামিতে ব্যর্থ হইলে উহার প্রতি গুলি ছোড়া যাইবে।

৩৫। **নৌযান এবং নাবিকগণকে নিকটবর্তী বন্দরে নেওয়া।** - এই আইনের বিধানের অধীন আটককৃত নৌযান এবং ইহার নাবিকগণকে নিকটবর্তী বন্দরে অথবা থানায় লইয়া যাইতে হইবে এবং এই আইনের বিধান মোতাবেক তাহাদের প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩৬। **পরোয়ানা ব্যতীত গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিগণকে থানায় প্রেরণ ।** - এই আইনের বিধান বা তদাধীনে প্রণীত বিধিমালার কোন বিধান কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে পরোয়ানা ব্যতীত গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তিকে কোন বন্দর আনিবার পর তাৎক্ষণিক বা যত শীঘ্র সম্ভব তাহাকে নিকটবর্তী থানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধি আইন, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন) মোতাবেক তাহার প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩৭। **কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকতা পরোয়ানা ব্যতিত বসত বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন না।** - পরোয়ানা দ্বারা কর্তৃত্বপ্রাপ্ত না হইয়া এই আইনের বিধান এবং তদাধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধান প্রয়োগ করিবার জন্য কোন কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শুধুমাত্র বসতবাড়ী হিসাবে ব্যবহৃত হয় এমন কোন আঙ্গিনায় (চত্বরে) প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

৩৮। **পরিচালক কর্তৃক পচনশীল দ্রব্য বিক্রয়।** - এই আইনের অধীন আটককৃত মৎস্য বা অনান্য পচনশীল দ্রব্য পরিচালকের নির্দেশে বিক্রয় করা যাইবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ পরিচালক নির্ধারিত সরকারী খাতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিবেন।

৩৯। **কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরিচয়পত্র দাখিল করিতে হইবে।** - এই আইনের বিধান বা তদাধীনে প্রণীত বিধিমালার অধীনে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণকালে উক্ত বাক্তি কর্তৃক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকতার নিকট চাহিবা মাত্র এইরূপ পরিচয় বা লিখিত কর্তৃত্ব দাখিল করিবেন যাহাতে যুক্তিসংগতভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি এই আইনের উদ্দেশ্যে একজন কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

৪০। **সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের জন্য কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।** - এই আইন এবং তদাধীনে প্রণীত বিধিমালার অধীনে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তাহার ক্ষমতা ও কর্তব্য সম্পাদনকালে তাহার কর্তৃক বা তাহার অনুরোধে তাহাকে সহায়তাদানকারী ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কোন কাজ করা বা না করিবার বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

অংশ-১০

অপরাধ এবং আইনগত কার্যধারা

৪১। **কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বাধাদান ইত্যাদি।** - এই আইন কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রয়োগে কোন ব্যক্তি, স্কীপার, মালিক, কোম্পানী ইচছাকৃতভাবে বাধাদান করে তাহা হইলে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন এবং অনধিক তিন বৎসরের কারাদন্ড, অথবা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদ- অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৪২। **ইচছাকৃতভাবে মৎস্য শিকারে নৌযান, ইত্যাদির ক্ষতি সাধন।** - কোন ব্যক্তি, স্কীপার, মালিক, কোম্পানী ইচছাকৃত এবং বে-আইনীভাবে কোন মৎস্য শিকারের নৌযান, মাছ ধরার খুঁটি, মাছ ধরার গিয়ার বা সরঞ্জামাদি ক্ষতি বা ধ্বংস করে, তাহা হইলে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হইবে এবং অনধিক তিন বৎসরে কারাদন্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৪৩। **লাইসেন্সের শর্ত লঙ্ঘন ।** - যদি কোন ব্যক্তি, স্কীপার, মালিক, কোম্পানী লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন করে তাহা হইলে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন এবং অনধিক তিন বৎসরের কারাদন্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৪৪। **আটক বা চিহ্নিতকরণ এড়াইবার জন্য ধ্বংস।** - এই আইন অথবা তদাধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধানের অধীন যদি কোন ব্যক্তি, **স্কীপার, মালিক, কোম্পানী** আটক বা কোন অপরাধের চিহ্নিতকরণ এড়াইবার উদ্দেশ্যে কোন মাছ, মাছ শিকার করিবার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, বিস্ফোরক দ্রব্য, বিষ বা কোন ক্ষতিকর পদার্থ বা অন্য কোন জিনিস ধ্বংস করে বা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হইবে এবং অনধিক তিন বৎসরের কারাদন্ড বা দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৪৫। **নৌযান চিহ্নিতকরণে ব্যর্থতা।** - যদি কোন ব্যক্তি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী কোন নৌযানের মালিক হইয়া বা বাংলাদেশ মৎস্য জলাশয়ে কোন মৎস্য শিকারের নৌযানের পরিচালনা করিয়া উক্ত নৌযান নির্ধারিত পন্থায় চিহ্নিতকরণে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে তিনি অপরাধী হইবেন এবং অনধিক পঁঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৪৬। **নৌযানে আরোহণরত ব্যক্তিগণ কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের জন্য নৌযানের স্কীপার দায়ী হইবেন।** - মৎস্য শিকারের নৌযানের কোন ব্যক্তি বা নৌযানে অবস্থিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক এই আইন বা তদাধীনে প্রণীত বিধির অধীন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত নৌযানের স্কীপার ঐ অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবেন এবং অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৪৭। **অপরাধের আপোষ।** - কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইন বা তদাধীন প্রণীত বিধির লঙ্ঘন করিলে ঐ অপরাধের জন্য বর্ণিত সর্বোচ্চ জরিমানার কমপক্ষে দশ ভাগের একভাগ টাকার বিনিময়ে আপোষ করিতে পারিবেন, তবে শর্ত থাকে যে, কোন ক্ষেত্রেই আপোষকৃত টাকার পরিমান পাঁচ হাজার টাকার কম হইবে না।

৪৮। **আটককৃত নৌযান, ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত।** - (১) ধারা ৩৩ এর উপধারার (১) এর অধীনে আটককৃত যে কোন নৌযান, মৎস্য শিকারের গিয়ার বা সরঞ্জাম, বিস্ফোরক, বিষ বা অন্য ক্ষতিকর পদার্থ বা যন্ত্রপাতি উপধারা (২) সাপেক্ষে-

(ক) যদি এই আইনের অধীন কোন মামলা দায়ের হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত মামলার নিষ্পত্তি পর্যন্ত নির্ধারিত জিম্মায় থাকিবে, বা

(খ) যদি এই আইনের অধীন কোন মামলা দায়ের হইয়া না থাকে, তাহা হইলে এক মাসের জন্য পূর্ব বর্ণিত জিম্মায় থাকিবে এবং উক্ত সময় অন্তে সরকার বরাবরে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে স্কীপার, মালিক অথবা চার্টারার লিখিতভাবে কোন দাবী উত্থাপন করে।

(২) যদি উপধারা (১) দফা (খ) এর অধীন বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে কোন লিখিত দাবী পাওয়া যায়, তাহা হইলে-

(ক) দাবীকৃত বিষয়বস্তু অবমুক্ত হইবে এবং তাৎক্ষণিক দাবীকারী বরাবরে উহা অর্পণ করিতে হইবে, বা

(খ) সিদ্ধান্তের জন্য দাবীটি আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আদালত উক্ত সম্পত্তির দাবীদার কোন আটক ব্যক্তির পক্ষ হইতে সন্তোষজনক কোন বন্ড বা জামানত পাইয়া উক্ত ব্যক্তি বরাবরে ধারা ৩৩ এর অধীন আটককৃত মৎস্য শিকারের নৌযান অথবা মাছ ধরিবার গিয়ার বা সরঞ্জাম অবমুক্তি করিবার আদেশ দিতে পারেন।

৪৯। **আদালত কর্তৃক দন্ড আরোপের অতিরিক্ত হিসাবে বাজেয়াপ্তির আদেশ।** - সেই ক্ষেত্রে এই আইন বা তদাধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটিত করিয়া দন্ডপ্রাপ্ত হয় অথবা এই আইন বা তদাধীনে প্রণীত বিধিমালার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে আদালত আরোপিত দন্ডের অতিরিক্ত-

(ক) মৎস্য শিকারের নৌযান (ইহার আসবাবপত্র, আনুষঙ্গিক বস্তু, ষ্টোরের মালামাল এবং কার্গোসহ) মৎস্য শিকারের গিয়ার, জাল অথবা এইরূপ সংঘটিত অপরাধে ব্যবহৃত অন্য কোন মৎস্য শিকারের সরঞ্জাম সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্তির আদেশ বা আদালত যে সময়কাল উপযুক্ত মনে করেন সেই সময়কালের জন্য লাইসেন্স স্থগিত বা লাইসেন্স বাতিলের আদেশ প্রদান করিতে পারে, এবং

(খ) উক্ত সংঘটিত অপরাধে ব্যবহৃত কোন বিস্ফোরক, বিষ অথবা অন্য ক্ষতিকর পদার্থ সরকার বরাবরে বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৫০। **বাজেয়াপ্ত নৌযান, ইত্যাদি সরকার কর্তৃক নিষ্পত্তি।** - ধারা ৪৮ বা ৪৯ এর অধীন সরকারের নিকট বাজেয়াপ্ত হিসাবে গণ্যকৃত বা বাজেয়াপ্তির আদেশপ্রাপ্ত কোন নৌযান (ইহার ফার্নিচার, আনুষঙ্গিক বস্তু, ষ্টোরের মালামাল এবং কার্গোসহ), মৎস্য শিকারের গিয়ার, জাল বা মৎস্য শিকারের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম, বিস্ফোরক, বিষ অথবা অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকার যেইভাবে উপযুক্ত মনে করিবে, সেইভাবে নিষ্পত্তি করিবে।

৫১। **অপরাধ সংঘটনকারী মৎস্য শিকারের নৌযানে প্রাপ্ত মাছ অবৈধভাবে ধৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইবে।** - এই আইন বা তদাধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন করিয়া সংঘটিত অপরাধে যে নৌযান ব্যবহার করা হইয়াছে ঐ নৌযানে যে সকল মাছ পাওয়া যাইবে, বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হইলে ঐগুলি বাংলাদেশ মৎস্য জলাশয় হইতে অবৈধভাবে ধৃত করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইবে।

৫২। **অপরাধ স্থানীয় অধিক্ষেত্রের অধীন সংঘটিত হইয়াছে মর্মে বিচার্য।** - এই আইন এবং তদাধীনে প্রণীত বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশ মৎস্য জলাশয়ের মধ্যে সংঘটিত কোন অপরাধ এই আইনের অধীনে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং বাংলাদেশের যে কোন আদালত কর্তৃক এমনভাবে বিচার্য যেন উক্ত অপরাধটি বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উক্ত আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের আওতায় সংঘটিত হইয়াছে।

৫৩। **দলিলাদি জারি।** - যে ক্ষেত্রে এই আইন বা তদাধীনে প্রণীত কোন বিধির উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে কোন ব্যক্তির উপর কোন দলিল জারি করিতে হয়, তখন উক্ত দলিল জারি করা যাইবে-

(ক) যে ক্ষেত্রে, যে ব্যক্তির নিকট জারি করিতে হইবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে উক্ত দলিলের অনুলিপি সরবরাহ করিয়া; অথবা

(খ) যদি দলিলটি মৎস্য শিকারের নৌযানের স্কীপার বা উহার যে কোন আরোহীর উপর জারি করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে নৌযানের স্কীপার বা নৌযানটি ঐ সময়ে যাহার কর্তৃত্বাধীন আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহার নিকট উহা সরবরাহ করিয়া, অথবা

(গ)তাহার বাড়ীর প্রকাশ্য কোন স্থানে ঐ দলিলের অনুলিপি সাঁটিয়া দিয়া, অথবা

(ঘ) উক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থানের ঠিকানায় রেজিষ্ট্রী প্রাপ্তি স্বীকার ডাক যোগে পাঠাইয়া দিয়া।

৫৪। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতাঃ ফোজদারী কাযবিধি ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫নং আইন)এ যাহাই থাকুক না কেন, সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট এই আইন বা তদাধীনে প্রণীত বিধিমালার অধীন সংঘটিত একটি অপরাধের জন্য দশ হাজার টাকার অধিক অর্থ দন্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

৫৫। **হেফাজতকরণ।- (১) The Marine fisheries Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXXV of 1983) অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম গৃহীত ব্যবস্থা বা কাযধারা অথবা প্রনীতকৃত, গৃহীত বা সূচীত বলিয়া বিবেচিত কাজকর্ম , ব্যবস্থা বা কাযধারাসমূহ এমনভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যেন এই আইনের বিধানবলী বলবৎ ছিল।**

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশ এর কার্যকারিতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীনেই কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

অংশ-১১
বিধিমালা

৫৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।** - (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপণ দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতার ক্ষুন্ন না করিয়া এই আইনে সংযুক্ত তফশিলে বর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করা যাইবে।

অংশ-১২
বিবিধ

৫৬। ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ । - এই আইন কার্যকরী হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে যাহা এই আইনের অনুমোদিত পাঠ (Authenticated English Text) নামে অভিহিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধে ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফশিল
(ধারা ৫৫ দ্রষ্টব্য)

(ক) কোন নির্দিষ্ট সামুদ্রিক মৎস্য জলাশয়ের লাইসেন্স প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা;

(খ) নৌযানের ধারণ ক্ষমতা নির্ধারণ;

(গ) নৌযানে সংযোজন করিতে হইবে এরূপ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতির ধরণ ও আকার;

(ঘ) সকল অঞ্চলের জন্য বা সকল প্রজাতির মাছের জন্য বা চিহ্নিত অঞ্চল প্রজাতির জন্য বন্ধ মৌসুম প্রতিষ্ঠাকরণ;

(ঙ) ধৃত, রক্ষিত বা বিক্রিত মাছের পরিমাণ, আকার এবং ওজন সীমিতকরণ;

(চ) জালের নিম্নতম ফাঁসের আকার নির্ধারণ;

(ছ) সকল মাছ বা কতিপয় প্রজাতির মাছ অথবা মাছ শিকারের কতিপয় পন্থার জন্য নিষিদ্ধ মৎস্য শিকার অঞ্চল নির্ধারণ;

(জ) মাছ শিকারের কতিপয় নিষিদ্ধ পন্থা নির্ধারণ;

(ঝ) যে প্রজাতির মৎস্য শিকারের জন্য লাইসেন্স ইস্যু করা হইয়াছে ঐ প্রজাতির মৎস্য শিকারকালে আনুষঙ্গিক যে মাছ ধৃত হয় ঐ মাছের পরিমাণ নির্ধারণ;

(ঞ) বাংলাদেশ মৎস্য জলাশয়ে মাছ শিকারের খুঁটি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও আলো নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধকরণ;

(ট) বাংলাদেশ মৎস্য জলসীমায় সৌখিন মৎস্য শিকার আয়োজন ও নিয়ন্ত্রণ;

(ঠ) বাংলাদেশ মৎস্য জলসীমায় অবস্থানকালীন মৎস্য শিকারের নৌযান কর্তৃক পালনীয় শর্ত নির্ধারণ এবং সাধারণভাবে মৎস্য শিকার পদ্ধতির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা;

(ড) মৎস্য শিকারের নৌযানে কর্মরত থাকার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের জাতীয়তা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা;

(ঢ) লাইসেন্স-এ বর্ণিত কোন বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের জন্য বন্ড এবং অন্যান্য জামানতের ফরম সম্পাদনের বিধান করা;

(ণ) এই আইন মোতাবেক মাছ শিকারের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত মৎস্য শিকারের নৌযানের বাংলাদেশ মৎস্য জলাশয়ে প্রবেশ, প্রস্থান ট্রানজিট বাহির ও চলাচলের পয়েন্ট নির্ধারণ;

(ত) অত্র আইন মোতাবেক উদ্ভুত কোন বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিদেশী মৎস্য শিকারের নৌযানের মালিক কর্তৃক বাংলাদেশে একজন বৈধ প্রতিনিধি নিয়োগ করার বিধান;

(থ) বাংলাদেশ-মৎস্য জলাশয়ের মধ্য দিয়া বিদেশী মৎস্য নৌযানের অতিক্রমকালে মৎস্য শিকারের যন্ত্রপাতির গুদামজাতকরণ;

(দ) বাংলাদেশ মৎস্য জলাশয়ে মৎস্য শিকাররত লাইসেন্স বিহীন বিদেশী মৎস্য নৌযানের উপস্থিতির ব্যাপারে তথ্য প্রদানের জন্য পুরস্কারের বিধান;

(ধ) এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালা মোতাবেক আবশ্যকীয় লাইসেন্স, সার্টিফিকেট অথবা অন্য কোন দলিলাদির জন্য আবেদনের শর্তাবলী ও পদ্ধতি, ফরম, প্রদেয় ফিস ও জমার পরিমাণ;

(ন) পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং মৎস্য ডিলারসহ সামুদ্রিক মৎস্য শিকার, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ বা সামুদ্রিক মাছ চাষে নিয়োজিত ব্যক্তিকে ঐ সকল তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাহা সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন;

(প) ধারা ২৪ এর অধীন লাইসেন্স ইস্যু করিতে অস্বীকার করা, লাইসেন্স বাতিল করা, নবায়ন না করা অথবা লাইসেন্স স্থগিত করার বিরুদ্ধে আপীল করিবার অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ফ) এই আইনের প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠন;

(ব) এই আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক এইরূপ অন্য যে কোন বিষয়।

(ভ) মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনায় ডাটা সংরক্ষণ, ফলাফল বিশ্লেষণ ।